দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 08 OCT 1995 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

২৪

ধারাবাহিক

প্রসঙ্গ বাংলাদেশে প্রকৌশল শিক্ষা

(পূর্ব প্রকাশের পর)

বস্তুত প্রকৌশল শিক্ষার মূল পাঠ্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল সংক্রান্ত বিষয়। তবে প্রয়োজনের তাগিদেই প্রকৌশলগত বিষয় ছাড়াও গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, বিশেষত পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র, এবং সমাজবিজ্ঞান প্রকৌশলের ছাত্রদের শিক্ষা দেয়া হয়। তন্মধ্যে প্রকৌশলগত বিষয় ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় প্রকারের শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা

ডঃ মাহবুব-উল-হক

প্রণিধানযোগ্য যে, ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান প্রকৌশল বিদ্যায়তনের পরীক্ষাগারগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে বাস্তব ব্যবহারিক কার্যক্রমের সাথে শিক্ষার্থীর পরিচয় তেমন ঘটে না বললেই চলে। অতএব এ দিকটিও পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা মেয়াদের কোন একটি মেয়াদের শিক্ষার্থীকে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল-শাখার সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন শিল্প বা সেবা উৎপাদনকারী সংস্থায় নিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক শিক্ষার পরিসর বৃদ্ধি ও তা আরও বাস্তবমুখী করা যেতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশে এ রকম ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। এতে শুধুমাত্র বিদ্যার্থীর ব্যবহারিক শিক্ষার পরিসরই বৃদ্ধি পাবে না, বরং প্রকৌশল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ বাড়বে। তাছাড়া এতে শিক্ষার্থীর স্বল্পকালীন কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

এবারে সমাজবিজ্ঞান শিক্ষাদান সম্পর্কিত বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রকৌশলের স্নাতক স্তরে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় যেমন সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা ও হিসাবরক্ষণ ইত্যাদি পড়ানো হয়ে থাকে। সাধারণত এ বিষয়গুলোতে এক সেমিস্টারের একটি কোর্স পড়ানো হয়। কিন্তু অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আরও বেশি কোর্স প্রদান করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। কেননা, প্রকৌশলীরা উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম সারির সৈনিক। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এবং উৎপাদন পরিচালনার সামগ্রিক ক্ষেত্রে, বিশেষত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিচালন ক্ষেত্রে প্রকৌশলীরা সর্বোচ্চ পর্যায়ে নেতৃত্বদানকারীদের অন্যতম। তাই প্রকৌশল পাঠ্যক্রমে অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয় আরও অধিক হারে সংযোজন করা প্রয়োজন। তাছাড়া কর্মক্ষেত্রে প্রকৌশলীকে শুধুমাত্র প্রকৌশলী হিসাবেই নয়, ব্যবস্থাপক হিসেবেও কাজ করতে হয়। নিজের হাতে যতটা না কাজ করতে হয় তার চেয়ে বেশি অন্যকে দিয়ে করাতে হয়। তাছাড়া একজন প্রকৌশলী কর্মক্ষেত্রে যতই উপরের দিকে যান, ব্যবস্থাপনাগত কার্যক্রম তথা ব্যবস্থাপনাগত জ্ঞানের প্রয়োজন তার ততই বাড়ে। *(চলবে)*